তারিখ ....14. MAR..2009.
পৃষ্ঠা ...২/৩ কলাম.... ১৫.....

যুগান্তর

বিএডএমএড ডিগ্রি প্রদানকারী ভুঁইফোড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

বিএড ও এমএড ডিগ্রি প্রদানকারী ভুঁইফোড় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বুধবার এই নির্দেশ দেন। বর্তমানে প্রায় অর্ধডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে এই শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তালিকা তৈরির লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) উজ্জ্বল বিকাশ দত্তের নেতৃত্বে ওই কমিটিকে এক মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বৈঠক সূত্র জানায়, মন্ত্রী স্বয়ং কমিটি প্রধানকে কার্যপরিধি বাতলে দিয়েছেন। নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটির অন্যতম কাজ হবে বিএড-এমএড শিক্ষা প্রদানকারী অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদানকারী ও নিয়ন্ত্রক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন আইনের বলে এবং কেন কিভাবে এসব প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়েছে আর কিভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোর্স পরিচালনা করছে— তা খতিয়ে বের করা। সূত্র জানায়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) আইন সংশোধনকে সামনে রেখে বুধবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। এতে সংস্থার চেয়ারম্যান কাজী আখতার হোসেন এনটিআরসির বিদ্যমান আইন এবং পরিবর্তিত (নতুন নামে যে প্রতিষ্ঠান চালুর প্রস্তাবনা চলছে) 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা, নিবন্ধন ও অ্যাক্রেডিটেশন কর্তৃপক্ষ'র নতুন আইনের তুলনামূলক আলোচনা করেন। একই সঙ্গে আগের আইনের পরিবর্তে নতুন আইনে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও এতে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ এবং বিশেষ করে বিএড-এমএড কলেজে প্রদেয় ডিগ্রি ও শিক্ষাদানের নিয়ন্ত্রণের সুবিধার প্রসঙ্গটিও আসে। একই সঙ্গে সংস্থাটি নতুন নামে এবং নতুন আইনে যাত্রা শুরু করলে কার্যক্রমে যে গতিশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আসবে, তা মন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করা হয়। সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী তখন দেশে বিভিন্নভাবে চলমান বিএড-এমএড শিক্ষা প্রদানকারী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের নাজুক অবস্থা, শিক্ষার নামে ডাকাতি ও সনদ বাণিজ্য, শর্তপূরণ না করা সত্ত্বেও কলেজের অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সঙ্গে আইন তৈরির আগে অপরাধ ও অপরাধীদের চিহ্নিত করার কঠোর নির্দেশ দেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, দেশে বর্তমানে মোট ১১৭টি তালিকা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

মন্ত্রীর নির্দেশে কমিটি গঠন করা হয়েছে

তালিকা : ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিএড-এমএড কলেজ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি সরকারি। বাকিগুলো সবই বেসরকারি। আইন অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম উন্নয়ন ও মনিটরিং এবং কলেজ পরিদর্শন শাখার দেখভালের দায়িত্ব রয়েছে। আর যে অর্ধডজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আউটার ক্যাম্পাসসহ মূল ক্যাম্পাস এবং তথাকথিত দূরশিক্ষণের নামে যে ডিগ্রি প্রদান করে যাচ্ছে তা দেখার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, বই সংখ্যা ইত্যাদি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বিএড-এমএড কলেজ অনুমোদনের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের চাপ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার কারণে শর্তপূরণ ছাড়াই সেই প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এসব কলেজ অনুমোদন পেয়ে আসছে। নাম প্রকাশ না করে আরেকজন কর্মকর্তা জানান, তিনি একবার সাতক্ষীরার দুটি কলেজে পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, একটি গোলপাতার ছাউনির ঘরের একাংশে পোলট্রি ফার্ম, আরেকাংশে ডেইরি ফার্ম আর বাকি অংশে বিএড কলেজ। পরিদর্শন শেষে তিনি কলেজের ব্যাপারে রিপোর্ট করলেও আজ পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন হয়নি। খোদ রাজধানীর ফার্মগেট এলাকার উদাহরণ দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন কর্মকর্তা জানান, এক পাশে জুতার মার্কেট বা গার্মেন্টস আর আরেক পাশে দু'তিনটি কক্ষ নিয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাজধানীতেই রয়েছে।

গোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএম-এমএড ব্যবসা রীতিমতো জমজমাট। ৭ বছর ধরে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় সারাদেশে আউটার ক্যাম্পাস, শাখা, ভর্তি সেন্টার, ইনফরমেশন সেন্টার, টিউটোরিয়াল সেন্টার, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি অদ্ভুত নামে পরিচালনা করে আসছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারেও শর্তপূরণ না করে কোর্স পরিচালনা, প্রাইমারির শিক্ষক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সের ক্লাস নেয়ানো, পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল, ক্লাস না করেই শুধু ভর্তির পর সনদ নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা অভিযোগ রয়েছে। ইউজিসি সূত্র জানায়, এ ব্যাপারে ভুক্তভোগীদের পত্র আসে। এক সময়ে প্রতিকার হতো। এ নিয়ে ইউজিসির বিগত প্রশাসন অনেক তোড়জোড় করলেও বর্তমান প্রশাসন কিছুটা উদার বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

এনটিআরসির নতুন আইন

অধ্যাদেশে মোট ২৪টি প্রধান ধারাসহ অসংখ্য উপধারা রয়েছে। আগের আইনের অধিকাংশ ধারা বহাল থাকলেও উল্লেখযোগ্য যেসব পরিবর্তন আসছে তার মধ্যে ৮-এর গ ধারা সংশোধন করে বিএড, এমএড এবং সমমানের কোর্সের মান উন্নয়নের দায়িত্ব ও কার্যক্রম এখন থেকে এই কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। মূলত এই ধারায় এনটিআরসিকে বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংশোধিত আইনের ১০ নম্বর ধারায় বিবৃত রয়েছে এটা। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ও অনুষদকে পুনরায় অনুমতি নিতে হবে এবং প্রাথমিকভাবে দু'বছরের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। মানসম্মত শিক্ষাদান ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে পরে ৫ বছরের অনুমতি দেয়া হবে এবং তা ৫ বছর পরপর নবায়ন করতে হবে। বিএড বা সমমান ডিগ্রি ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে না। আর এই ডিগ্রি এনটিআরসি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে। এখন থেকে বিএড কলেজের অনুমোদন দেবে এই প্রতিষ্ঠান। অধ্যাদেশ জারির পর বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা